মেহেরপুরে সীমানা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের মধ্যে আমদহ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভোটারদের নিজ এলাকায় ফেরত আনা ও সীমানা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বরাবর একটি স্বারকলিপি প্রদান করেন আন্দোলনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মেহেরপুর পৌরসভা, যা ঐতিহাসিকভাবে স্বাধীনতার সূতিকাগার হিসেবে খ্যাত, একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভা। ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত এই পৌরসভার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯৩৫ জন। তবে গত সরকারের আমলে, অর্থাৎ ২০১৫ সালে, একটি কুচক্রি মহল নিজেদের সুবিধার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। উক্ত রিট পিটিশন নম্বর (১) ৩৪৪১/২০১৫ ও ৩৪৪৪/২০১৫, (২) ১০৮২৯/২০১৫।

এই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ২০১৫ সালের ২ নভেম্বর একটি আদেশ প্রদান করেন, যার ফলে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। একইসঙ্গে, পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৮০০ ভোটারকে আমদহ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এতে দেখা যায়, একই পরিবারের কিছু সদস্য পৌরসভার ভোটার থেকে যান, আর বাকি সদস্যরা আমদহ ইউনিয়নের ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। অথচ এই পরিবারগুলো দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার সেবা যেমন পৌর কর, বিদ্যুৎ, পানি, এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করে আসছে এবং এখনো করছে। এ ধরনের বিভাজন একটি গুরুতর বৈষম্য এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় বাধা।

আমরা বঞ্চিত এলাকাবাসী নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই, যেন এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের আবার তাদের নিজ এলাকায় ফেরত আনা হয়।

পাশাপাশি, সীমানা পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে সঠিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নং নম্বর ওয়ার্ড জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী সোহেল রানার নেতৃত্বে মানববন্ধনে সাবেক কাউন্সিল সোহেল রানা ডলার, পৌরসভা পেশাজীবী সম্পাদক নুর রহমান, ইমারত শ্রমিকের সদস্য জিন্নাতুল ইসলাম, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মোঃ আব্দুস সামাদ, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হোসেন আলী বাবু, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ভুক্তভোগী মোছাঃ রবিয়াস সানি, রানা ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গোরস্থান পাড়া, শিশু বাগানপাড়া, ইসলামপাড়া ও সার্কিট হাউস পাড়ার এলাকাবাসীর আয়োজনে মানববন্ধনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ভোটার ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে ৫০ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন

“এসো দেশ বদলায় পৃথিবী বদলায়” এই স্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মুজিবনগরে ৫০ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে সোমবার সকালে এ উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেষ হয়। র্যালি শেষে বেলুন, ফেস্টুন ও শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ৫০ দিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়, যা চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার

লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ সেই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তারুণ্যের উদ্যম ও স্পৃহা ছড়িয়ে দেবে।

তিনি আরও বলেন, মুজিবনগরে আমরা সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এই উৎসব উদযাপনের জন্য নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এতে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং পরিবেশগত সচেতনতার বিভিন্ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নির্বাহী অফিসার আশা প্রকাশ করেন যে, মুজিবনগরবাসী এই উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এবং গ্রিন ও ক্লিন মুজিবনগর প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান,
বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মডেল কেয়ারটেকার মোহাম্মদ আলী খান প্রমুখ।

এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, এবং সুধী সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা) উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বেলুন উড়িয়ে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. ফারুক উদ্দিন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী শফিকুল রহমান, জহুরুল হক, এহসানুল হাবীব, আশরাফুল আলম এবং ওবায়দুল্লাহ।

মেহেরপুরে বিএনপি’র মিছিল ও সমাবেশ

“সবার আগে বাংলাদেশ, জনগণের সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন” বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে মিছিল ও সমাবেশ করেছে পৌর, সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র

কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিদ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ মেহেরপুর বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
এসময় তিনি বক্তব্যে বলেন, ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। মেহেরপুরে জেলা বিএনপির কমিটি নিয়ে কোনরকম ষড়যন্ত্রকে ছাড় দেওয়া হবে না। আপনারা বলেছেন ঘরে বসে কমিটি হবে, এখনই পদ পদবি বিক্রি করছেন। ঘরে বসে কোন কমিটি হবে না। কমিটি হবে প্রকাশ্যে শামসুজ্জোহা পার্কে, জনগণের সামনে। মানুষ উত্তর দেবে, মানুষ জেগেছে মানুষ জাগছে, জনগণের কথা হবে শেষ কথা।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল

বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ। তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার,

নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

মুজিবনগরে ওয়ারেন্টভুক্ত ১ আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগরে সি আর মামলার এক ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দিবা গত রাত্রে অভিযান চালিয়ে সিআর ৫৫২/২২ মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি উপজেলার কোমরপুর গ্রামের পুলন এর ছেলে কালামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালত এর আদেশক্রমে সি আর মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি কালাম কে গ্রেফতার করে আজ শনিবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল

দেশের বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানির নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে সমাপ্ত হয়।

এ সময় তারা, “হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই?’, ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘নিষিদ্ধ লীগের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘সন্ত্রাস লীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অ্যাকশন,” ছাত্রলীগের গুন্ডারা হুশিয়ার, সাবধান ইত্যাদি স্লোগান দেন।

জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা বিভিন্ন ভাবে অরাজকতা করার চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ছাত্রদল কিন্তু এখনো রাজপথে রয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যদি ভেবে থাকে আমরা দমে গিয়েছি তাহলে তারা ভুল করছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বার্তা দিতে চাই, তারা যেন কোনভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করার চেষ্টা করে। আমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য রাজপথে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

প্রতিবাদ মিছিলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদ বিন রফিক সিজার, সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, সাবেক ছাত্রনেতা মনি, জনি, সজল, চঞ্চল, মোমিন, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, সোহাগ, রকি,পৌর কলেজ শাখার ছাত্রনেতা সজিব, বাধন, ফারদিন, রাব্বি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রনেতা সালমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রনেতা জয়নাল, স্বাধীন, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রনেতা আশিক, সুইমসহ জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ১৩/০১/২০২৫ সোমবার। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে ১৪/০১/২০২৫ মঙ্গলবার। চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশিত হবে ২০/০১/২০২৫ সোমবার। নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ০৭/০২/২০২৫ শুক্রবার।

এবারের নির্বাচনে সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য পদে প্রতিযোগিতা হবে। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা আশা করছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে একটি যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, যা ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আব্দুস সালাম জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মানবাধিকার সংগঠন মউক এর সাধারণ সভা

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের “মউক” ৫৫ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ৩ টার দিকে মানব উন্নয়ন

কেন্দ্রের “মউক” হলরুমে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মউক এর নির্বাহী পরিষদের সভাপতি মোঃ ছায়ফুল ইসলাম। সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় আগামী ৩ বছরের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়, মোঃ ছায়ফুল ইসলামকে সভাপতি ও আশাদুজ্জামান সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক পদে সদস্যদের সরাসরি প্রস্তাবে নির্বাচিত করা হয়।

সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেন পরিষদের সদস্য সাদ আহাম্মদ, মুরাদ হোসেন ও সানজিদা কাজল। সংস্থার বর্তমানে বিভিন্ন বাস্তবায়িত কর্মসূচি গুলি নিয়ে পর্যালোচনাসহ আগামীতে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মসুচি গ্রহন করা হয়। সাধারণ সভায় সংস্থার সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।